যুগান্তর

তারিখ 12 FEB 2003
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ ...

পাঠাগার আন্দোলন গড়ে তুলুন : প্রধানমন্ত্রী

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বাংলা একাডেমীর অমর একুশে গ্রন্থমেলা উদ্বোধন করে বলেছেন, অর্থের মানদণ্ডে আমরা দরিদ্র হতে পারি, কিন্তু সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা সমৃদ্ধ। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে পৃথিবী ছোট হয়ে আসছে। ফলে প্রত্যেক জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বেশি করে দেখা দিয়েছে। বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করার জন্য তিনি লেখক সমাজকে অনুরোধ জানান। কবি, সাহিত্যিক, লেখক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের

পাঠাগার : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৫

গতকাল একুশের বইমেলার উদ্বোধন শেষে বাংলা একাডেমীর স্টল ঘুরে বই দেখছেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া -যুগান্তর

পাঠাগার : আন্দোলন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন আপনারা সমাজ থেকে বিভেদ, সংকীর্ণতা অস্থিরতা ও হতাশা দূর করতে সৃজনশীল মেধাকে কাজে লাগান। তিনি বলেন, পরিবর্তিত বাস্তবতা ও সময়ের চাহিদার আলোকে মাতৃভাষার পাশাপাশি আমাদের তরুণদের অবশ্যই আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি শিখতে হবে। দেশের পাঠাগার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি উদাত্ত আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী গতকাল বিকালে বাংলা একাডেমী চত্বরে আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে একুশে বইমেলা পরিদর্শন করেন। তিনি মেলা প্রাঙ্গণে বেলুন উড়িয়ে মেলার সূচনা করেন। এর আগে তিনি একুশে বইমেলা উদ্বোধন স্মারকে স্বাক্ষর দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মেলার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বাংলা একাডেমীর সভাপতি অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সেলিমা রহমান। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান চৌধুরী স্বাগত বক্তব্য রাখেন। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি আবু তাহের। এর আগে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হলে সূচনা সঙ্গীত হিসেবে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটির সুর বাজানো হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন এবং মোনাজাত করা হয়। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ, সংসদ সদস্যগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক-কবি-সাহিত্যিকগণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক মনসুর মুসা অতিথিদের স্বাগত জানান। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতার অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করে।

প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে বলেন, অমর একুশে আমাদের জাতীয় জীবনে এক অনন্য ঘটনা। একুশের পথ ধরে বাংলাদেশ আজ স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসন লাভ করেছে। তিনি বলেন, অমর একুশে ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা এখন বিশ্বের বিপন্ন ভাষাগুলো টিকিয়ে রাখার প্রয়াসে অনুপ্রেরণার উৎস।

বেগম খালেদা জিয়া বলেন, গ্রন্থ দিবস ও গ্রন্থ সপ্তাহ উদযাপনের পর বইয়ের গুরুত্বের কথা মনে রেখে জাতীয় গ্রন্থনীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের বই প্রকাশ, বাংলাদেশের বই বিশ্ববাজারে রফতানি এবং আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য বিষয়ক বই প্রকাশের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পরিচয় তুলে ধরাই গ্রন্থনীতির লক্ষ্য। এবার সরকারের দায়িত্ব নেয়ার পর ২০০২ সালকে জাতীয় গ্রন্থবর্ষ ঘোষণা করা হয়েছিল। এ কর্মসূচির অধীনে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোতে প্রায় ২ কোটি টাকার বই বিতরণ করা হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মাধ্যমে ১ হাজারেরও বেশি বেসরকারি গ্রন্থাগারকে আর্থিক অনুদান দেয়া হয়েছে। এবার ২০০৩ সালকে জাতীয় গ্রন্থাগার বর্ষ ঘোষণা করা হয়েছে। এবার আমরা পাঠাগার আন্দোলন গড়ে তুলতে চাই। আমাদের ও বিশ্বের জ্ঞানসম্পদ সংরক্ষণে গ্রন্থাগার আন্দোলন মূল্যবান অবদান রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করে পাঠাগার আন্দোলনে শরিক হওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি শুনেছেন বাংলা একাডেমীতে একুশে ভবন নির্মাণের জন্য ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ নেই। বাংলা একাডেমীতে অনেক পদ শূন্য থাকাসহ নানা সমস্যা রয়েছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হবে। তিনি বলেন, প্রতি বছর অমর একুশে থেকে আমরা নিজেদের পরিশুদ্ধ করার এবং জাতি গঠনে আত্মনিয়োগ করার শপথ নিই। আমরা জাতি হিসেবে শুধু টিকে থাকতে চাই না, সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই। চাই বিশ্ব দরবারে সম্মানজনক যোগ্য আসন। এজন্য প্রয়োজন দল-মত নির্বিশেষে সবার সম্মিলিত উদ্যোগ।

মেলা উদ্বোধন শেষে প্রধানমন্ত্রী স্টল পরিদর্শনে যান। তিনি বাংলা একাডেমী, মৌলী প্রকাশন, জাসাস, ধানের শীষ প্রকাশন ও নজরুল ইন্সটিটিউটের স্টল পরিদর্শন করেন। বিভিন্ন স্টল থেকে তাকে বেশ কিছু বই উপহার দেয়া হয়। তিনি যখন স্টল পরিদর্শন করছিলেন তখন বাইরে সমবেত ছাত্রদলের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানিয়ে স্লোগান দেন।

ক্যাম্পাসে পক্ষে-বিপক্ষে মিছিল

প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় আগমনকে সামনে রেখে সকাল থেকেই ক্যাম্পাসে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন পয়েন্টে সাদা পোশাকে গোয়েন্দা পুলিশসহ বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন ছিল। ছাত্রলীগ, জাসদ ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্রধানমন্ত্রীর আগমনের প্রতিবাদে কালো পতাকা মিছিল করার কথা থাকলেও ব্যাপক পুলিশি উপস্থিতির কারণে সব সংগঠনকেই অপরাহ্নের আগে তাদের কর্মসূচি পালন করতে হয়েছে।

ছাত্রদল বিকালে প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে স্বাগত জানিয়ে বিশাল বর্ণাঢ্য মিছিল বের করে। বিকাল ৩টায় মিছিলটি মধুর কেন্টিন থেকে বের হয়ে টিএসসি হয়ে বাংলা একাডেমী যায়। ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা টিএসসি থেকে বাংলা একাডেমী হয়ে দোয়েল চত্বর পর্যন্ত রাস্তার উভয় পাশে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। ছাত্রদল সভাপতি সাহাবুদ্দীন লাল্টু, সাধারণ সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল, সিনিয়র সহ-সভাপতি সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সেলিমুজ্জামান সেলিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি আমীরুল ইসলাম আলীম ও সাধারণ সম্পাদক হাসান মামুন মিছিলে নেতৃত্ব দেন।

ছাত্রলীগ বেলা পৌনে ২টায় কালো পতাকা মিছিল বের করে। মিছিলটি মধুর কেন্টিন থেকে বের হয়ে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমাবেশে মিলিত হয়। ছাত্রলীগ সভাপতি লিয়াকত সিকদারের সভাপতিত্বে সমাবেশে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক হেমায়েত উদ্দিন হিমু প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সমাবেশকালে গোয়েন্দা পুলিশ চারদিক থেকে সমাবেশ ঘিরে রাখে। তারা যাতে টিএসসি এলাকায় আসতে না পারে সেজন্য লাইব্রেরি গেট, কলাভবনের প্রধান গেটসহ বিভিন্ন গেটে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। শেষে পুলিশি কর্ডনের মধ্যে তারা উপাচার্য ভবনের সামনে দিয়ে নীলক্ষেত হয়ে ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন।